

বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা : একটি সমীক্ষা

সানজিদা আক্তার^১

১. ভূমিকা

বৈদেশিক সাহায্য প্রত্যয়টির সাথে মানুষের পরিচিতি ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মিত্রপক্ষ United Nations Relief and Rehabilitation Agency (UNRRA) গঠন করে। এই সংস্থাটি যুদ্ধের পর অনেক বছর তার পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর সাথে ১৯৪৬ সালে যুক্ত হয় International Refugee Organization. Lancaster (2007:25-56)

১৯৪৭ সালে ইউরোপের দেশগুলো যুদ্ধ পরবর্তী সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল। ঐসময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপে তাদের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা চালায়। প্রায় একই সময়ে ব্রিটিশ সরকার গ্রীক এবং তুর্কী সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। সেসময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঐ দুই দেশের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। তারা চার বছর মেয়াদী মার্শাল প্ল্যানের আওতায় ইউরোপীয় দেশগুলোর পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার সাহায্য প্রদান করে। এখান থেকেই শুরু হয় বৈদেশিক সাহায্যের পথচলা। এর পরপরই যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় তাদের সাহায্য প্রদান কার্যক্রম শুরু করে। স্টালিনের মৃত্যুর পর মস্কোও একই পথে অগ্রসর হয় এবং ভারত ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে তাদের সাহায্য প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে।

১৯৫৮ সালের দিকে ব্রিটিশ সরকার তাদের সাহায্য প্রদান না করার অঙ্গীকার থেকে সরে আসে এবং তাদের প্রাক্তন কলোনিগুলোর সমন্বয়ে Commonwealth গঠন ও উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম শুরু করে। ঐসময়ে ভারত ও আফ্রিকার যে সব দেশ ব্রিটিশ কলোনি ছিলো সেগুলোতে সাহায্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কলোনিগুলোকে স্বাধীনতা প্রদান করলেও আধিপত্য বিস্তারের

^১ বি.এস.এস. (সম্মান), এম.এস.এস, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জন্য ফ্রান্স ও আফ্রিকা, এশিয়া ও ক্যারীবিয় অঞ্চলে তার প্রাক্তন কলোনি দেশগুলোকে সহায়তা প্রদান করা শুরু করে।

এশিয়াতে জাপান সাহায্য প্রদান কার্যক্রম শুরু করে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং তার রপ্তানি পণ্যের কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ঐসকল পণ্যের বাজারকে সুরক্ষিত করার প্রয়াসে। জার্মানি ও জাপানের দেখানো পথে অগ্রসর হতে থাকে। জাপান ১৯৬১ সালে Overseas Cooperation Fund গঠন করে। পরবর্তী বছর গঠন করে Overseas Technical Cooperation Agency. যুক্তরাজ্য সরকার ১৯৬৫ সালে Overseas Development Ministry গঠন করে।

৬০-র দশকের শুরুতে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে দীক্ষিত রাষ্ট্র যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন, বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে পৃথক ভাবে প্রায় ১.১ বিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যয় করে। পাশ্চাত্যের সাহায্যগুলোর মত সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় পরিচালিত রাষ্ট্রগুলোরও সাহায্য প্রদানের জন্য স্নায়ু যুদ্ধ ও কূটনৈতিক কারণগুলোকেই দায়ী করা হয়। বৈদেশিক সাহায্যের জন্মই হয় স্নায়ুযুদ্ধের মধ্য দিয়ে, যার একপক্ষে থাকে পুঁজিবাদের মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র। অন্য পক্ষে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যেও নিজেদের সমাজতন্ত্রের আসল শক্তি প্রমাণের ঠাণ্ডা লড়াই চলতে থাকে। ৯০-র দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন এবং বিশ্বায়নের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে সাহায্য প্রদানের কার্যক্রম স্তিমিত হতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলোর পুনর্বাসনের জন্য জন্ম নেওয়া ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠানগুলো এবং উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো বাণিজ্যের প্রসারের উপর জোর দিতে থাকে। এই লক্ষ্যে তারা স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাহায্যের শর্তস্বরূপ বাজার উদারীকরণের ব্যবস্থাপত্র বিলি করতে শুরু করে।

কোন দেশ স্বাভাবিক প্রয়োজন অথবা জরুরী প্রয়োজনে যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ শর্তহীন বা শর্তযুক্ত অবস্থায় বিভিন্ন উন্নত দেশ বা আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে গ্রহণ করে তাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে। অর্থাৎ, উন্নত দেশ থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক উন্নয়নমূলক সহায়তা দেওয়া হয় তা-ই বৈদেশিক সাহায্য। তবে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের যে কোন প্রবাহকে বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে নির্দেশ করেন, যা নিম্নোক্ত শর্ত দুটি পূরণ করেঃ

প্রথমত, সাহায্য-দাতার দিক থেকে এটি বাণিজ্যমুখী হবেনা (Non-Commercial)

দ্বিতীয়ত, এর সুদের হার, শর্ত ও পরিশোধের সময়সীমা নমনীয় হবে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই বিভিন্ন উন্নত দেশ ও সংস্থাসমূহ হতে বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করে। ঐ সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন ও সংকট মোকাবেলায় সাহায্যের যে প্রয়োজনীয়তা ছিলো তা অনস্বীকার্য। স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশ তীব্র খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হয়। বিপুল পরিমাণ খাদ্য সংকট মোকাবেলায় খাদ্য আমদানির জন্য যে বিশাল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন ছিলো সেই সময়ে বাংলাদেশের তা ছিলো না। ফলে তৎকালীন নেতৃত্ব অনেকটা বাধ্য হয়েই খাদ্য সাহায্য গ্রহণ করেন। এখান থেকেই শুরু হয় বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের ইতিহাস।

স্বাধীনতার পর থেকে জুন ৩০, ২০০৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ ৪৮.৫২ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে ৪৩.৯১ শতাংশ অনুদান এবং ৫৬.০৯ শতাংশ ঋণ। বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য সাধারণত তিনটি চ্যানেলের মাধ্যমে এসেছে। এগুলো হলো খাদ্য সাহায্য, পণ্য সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য। মোট প্রাপ্ত সাহায্যের মধ্যে খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ১১.১৪ শতাংশ, পণ্য সাহায্য ১৮.৭৬ শতাংশ এবং ৭০.১০ শতাংশ প্রকল্প সাহায্য। বর্তমান সময়ে এই সাহায্যের পরিমাণে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। সাহায্যের প্যাকেজে অনুদানের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। দ্বিপক্ষীয় সাহায্য, ১৯৭৩/৭৪ অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিলো ৭৫.৪ শতাংশ, ২০০৭/০৮ অর্থবছরে তার পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ২২.৯ শতাংশে। একই সময়ে বহুপাক্ষিক সাহায্যের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ২৪.৬ শতাংশ থেকে ৭৭.১ শতাংশে। ১৯৭১/৭২ অর্থবছরে খাদ্য সাহায্য ছিলো মোট সাহায্যের ৪৭.৯ শতাংশ, যা ২০০৭/০৮ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৫.৪ শতাংশ। একইভাবে পণ্য সাহায্যের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে। ৫০.৮ শতাংশ থেকে পণ্য সাহায্যের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। অথচ একই সময়ে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

স্বাধীনতার পর ১৯৭২/৭৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য-জিডিপি অনুপাত ছিলো ৯.৫ শতাংশ। ১৯৭৩/৭৪ ও ৭৪/৭৫ অর্থবছরে বৈদেশিক সাহায্য-জিডিপি অনুপাত সামান্য হ্রাস পায়, যার পরিমাণ যথাক্রমে ৪.৮ ও ৮.৫ শতাংশ। ১৯৭৫/৭৬ অর্থবছরে এই অনুপাত আবার বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সাহায্য প্রবাহ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে ১৯৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে “তলাবিহীন ঝুড়ি” হিসেবে অভিহিত করেন। বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় ১৯৮১/৮২ অর্থবছরে। ঐ সময়ে বৈদেশিক সাহায্য-জিডিপি অনুপাত ছিলো ১৩.৭ শতাংশ। সরকারের উন্নয়ন বাজেটের প্রায় পুরোটাই বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান নির্ভর হয়ে পড়ে সেসময়ে। সোবহান (১৯৮২: ৮-১০) গত ত্রিশ বছরে এই সাহায্য নির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৭/০৮ অর্থবছরে এই অনুপাত এসে দাঁড়িয়েছে ২.৫ শতাংশে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের অগ্রগতি, প্রবাসীদের ক্রমবর্ধমান রেমিট্যান্স ও সাম্প্রতিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রসারের ফলে এই সাহায্য নির্ভরতা কমেছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মতপ্রকাশ করেন। যদিও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এমন কিছু কর্তা ব্যক্তি আছেন যাদের ধারণা অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের জন্য সাহায্য গ্রহণ ছাড়া বাংলাদেশের আর কোন উপায় নেই। তাই দারিদ্র্যের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে বৈদেশিক সাহায্য বা প্রকল্প সাহায্য গ্রহণের প্রয়াস প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে। একটি মহলের ধারণা প্রকল্প গ্রহণ মানেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বস্তুত সাহায্যের এই পুরো প্রক্রিয়াটি হচ্ছে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ।

এই আলোচনায় আমি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের কার্যকারিতা, সাহায্য প্রবাহ ও এর গতিপ্রকৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। এছাড়াও থাকবে, স্বাধীনতা উত্তর সময় হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট সাহায্য প্রবাহের চিত্র, অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা এবং সাহায্য প্রবাহের পরিবর্তিত প্রক্রিয়া। সর্বোপরি আলোচিত হবে বৈদেশিক সাহায্য কিভাবে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নব্য উপনিবেশবাদকে শক্তিশালী করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া।

২. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহের গতিধারা ও সাহায্যের প্রভাব

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে হলে এর রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঘটনা প্রবাহকে বিবেচনায় আনতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার পটপরিবর্তন বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ও প্রবাহকে প্রভাবিত করেছে এবং করেছে। তাই বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ছয়টি শাসনামলে বিভক্ত করেছি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা একটি বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের জন্য সাধারণত যে যুক্তিগুলো দাঁড় করানো হয় তাদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ যুক্তি হলো, এটি উন্নয়নশীল দেশ সমূহের সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান এবং আমদানি-রপ্তানি ব্যবধান কমাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও এটি অভ্যন্তরীণ সম্পদ সদ্ব্যবহার, বৈদেশিক বিনিময়ের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ, আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির প্রসার এবং দেশীয় রপ্তানি পণ্যের জন্য উন্মুক্ত বাজার পেতে সহায়তা করে। বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক। পক্ষান্তরে, বিরোধী বক্তব্য হলো, বস্তুত দেশীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকরী কোন ভূমিকা নেই। বৈদেশিক সাহায্য দেশীয় সঞ্চয় হ্রাস, আয় বৈষম্য বৃদ্ধি, অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প অর্থায়নসহ দুর্নীতি উৎসে দেয়। ফলে বিশ্বব্যাপী স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈদেশিক সাহায্যের বিপক্ষে মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এর কারণ সাহায্যের যে সংজ্ঞা, তা বর্তমানে আমূলে পালটে গেছে। এটি দরিদ্র জনসাধারণের সহায়তার পরিবর্তে উন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন স্বার্থ হাসিলের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। Todaro (2003: 647-661)

গত চার দশকে বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের গতিধারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। স্বাধীনতা লাভের পর মোট সাহায্যের ৭৪ শতাংশই ছিলো খাদ্য ও পণ্য সাহায্য, যার বেশিরভাগই ছিলো অনুদান। ২০০৮/০৯ অর্থবছরে এসে প্রকল্প সাহায্য দাঁড়িয়েছে মোট সাহায্যের ৯৭ শতাংশ, যার ৬৮ শতাংশই ঋণ।

১৯৭১/৭২- ২০০৮/০৯ অর্থবছর পর্যন্ত দাতা দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে প্রায় ৬১ বিলিয়ন ইউএস ডলার। মোট প্রাপ্তিসাধ্য (Total Available) ছিলো ২২৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এই পরিমাণটি পাওয়া গেছে Opening Pipeline Cancellation/ Transfer সমন্বয়ের মাধ্যমে। মোট প্রতিশ্রুত ৬১ বিলিয়ন ইউএস ডলারের ৪১.১৮ শতাংশ অনুদান এবং ৫৮.৮২ শতাংশ ঋণ। পক্ষান্তরে সাহায্য ছাড় করা হয়েছে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যার মধ্যে ঋণ ও অনুদানের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৬.৪০ ও ৪৩.৬০ শতাংশ। ছাড়করণের এই পরিমাণ মোট প্রাপ্তিসাধ্য অর্থের ২২.৩ শতাংশ। বহুপাক্ষিক দাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদা তহবিল (আইএমএফ), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ। দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলো হলো জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব ইত্যাদি।

১৯৭২/৭৩ - ১৯৭৪/৭৫:

বৈদেশিক সাহায্যের প্রভাব ও কার্যকারিতা ব্যাখ্যার জন্য এই শাসনামলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী ঐ সময়ে দেশের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা পুনর্বাসনের জন্য তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে দেশের অর্থনীতিতে বিপুল অংকের সাহায্য প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশের সাহায্য গ্রহণের ইতিহাস শুরু হয় খাদ্য সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে।

সারণী-১ হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই শাসনামলে দাতা-দেশ ও সংস্থাসমূহ কর্তৃক সাহায্য প্রতিশ্রুত হয়েছিলো ২৭০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (৩৪.৬৫ শতাংশ অনুদান এবং ৬৫.৩৫ শতাংশ ঋণ)। আগের বছরের পাইপলাইন এবং Cancellation/ Transfer হিসেব করা হলে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪৬৭.৯৫২ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

প্রকৃত ছাড়কৃত সাহায্যের পরিমাণ ছিলো ২৩৪৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার। এই পরিমাণ মোট প্রাপ্তিসাধ্য অর্থের ৫২.৫৭ শতাংশ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়, অর্থাৎ ১৯৭১/৭২-এ বাংলাদেশ ২৭০.৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার সাহায্য ছাড় করতে পেরেছিলো। (পরিশিষ্ট-১)

এই শাসনামলে সর্বোচ্চ সাহায্য এসেছিলো ১৯৭৪/৭৫ সালে ৯০১.০৪৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার। এই ছাড়কৃত অর্থে অনুদান ও ঋণের পরিমাণ ছিলো যথাক্রমে ৪১.৬০ শতাংশ ও ৫৮.৪০ শতাংশ। সর্বনিম্ন ১৯৭৩/৭৪ সালে, যার পরিমাণ ৪৬১.২৩৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার। তিন বছরের গড় সাহায্যের পরিমাণ ৭৮৩.০৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার। (সারণী- ২)।

Figure 1

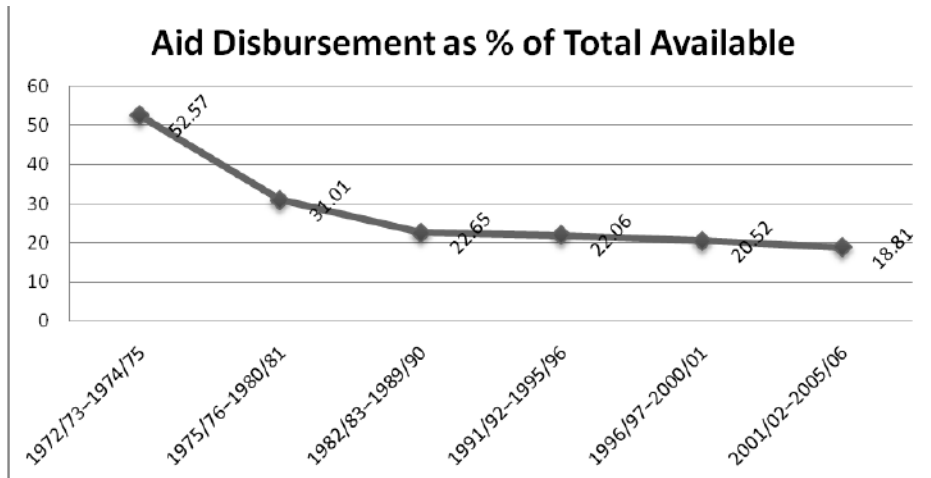


Table 1: Regime-wise Summary of Aid Commitment & Disbursement
(US\$ Million)

	Commitment			Total Available ¹	Disbursement			Disbursement as % of Available				
	Grant		Loan		Grant		Loan					
	Total	(%)	Total		Total	(%)	Total		(%)			
5	935.68	34.65	1764.49	65.35	2700.17	4467.95	1079.79	45.96	1269.43	54.04	2349.22	52.57
1	3185.29	43.60	4121.18	56.40	7306.47	17958.59	2628.26	47.20	2940.40	52.80	5568.66	31.01
0	6764.09	48.17	7277.32	51.83	14041.41	51799.30	5494.37	46.82	6240.37	53.18	11734.73	22.65
6	4063.57	47.85	4428.56	52.15	8492.13	36387.11	3913.20	48.74	4114.76	51.26	8027.96	22.06
1	3845.68	39.94	5782.54	60.06	9628.22	35207.65	3138.48	43.44	4086.93	56.56	7225.41	20.52
6	2603.14	33.11	5259.32	66.89	7862.47	37838.75	2072.18	29.12	5044.60	70.88	7116.77	18.81

Notes: 1. Total available is calculated by adjusting Opening pipeline and Cancellation/Transfer with the amount of Total Commitment. In every Regime Total Available is higher than Commitment due to Tight Conditionality, Low Absorption capacity and Administrative inefficiency in releasing aid fund., **2.** Fiscal Year starts from July 1.

Source: Aid flows are computed from the Flow of External Resources by ERD. **Please see Appendix 1.**
(http://www.erd.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=263).

**Table 2: Regime-wise Highest, Lowest & Average Aid Disbursement
(1972/73 – 2005/06)**

(US\$ Million)

Regime	Total	Disbursement		Average
		Highest	Lowest	
1972/73 – 1974/75	2349.22	901.049 (1974/75)	461.237 (1973/74)	783.07
1975/76 – 1980/81	5568.66	1223.061 (1979/80)	534.712 (1976/77)	928.11
1982/83 – 1989/90	11734.73	1809.559 (1989/90)	1177.383 (1982/83)	1466.84
1991/92 – 1995/96	8027.96	1739.091 (1994/95)	1443.750 (1995/96)	1605.59
1996/97 – 2000/01	7225.41	1587.948 (1999/00)	1251.373 (1997/98)	1445.08
2001/02 – 2005/06	7116.77	1585.022 (2002/03)	1033.432 (2003/04)	1423.35

১৯৭৫/৭৬ - ১৯৮০/৮১

বাংলাদেশে সামরিক শাসনের সূত্রপাত হয় এই শাসনামলে। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তৎকালীন সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে তুলে নেন। সারণী-১ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এইসময়ে বাংলাদেশ সাহায্য ছাড় করাতে পেরেছিলো ৫৫৬৮.৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার, যার ৪৭.২০ শতাংশ অনুদান এবং ৫২.৮০ শতাংশ ঋণ। যদিও প্রাপ্তিসাধ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিলো ১৭৯৫৮.৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার। প্রতিশ্রুত সাহায্যের ৪৩.৬০ শতাংশ অনুদান এবং ৫৬.৪০ শতাংশ ঋণ। ছাড়কৃত পরিমাণ ছিলো মোট প্রাপ্তিসাধ্য অর্থের ৩১.০১ শতাংশ (চিত্র-১)।

এই শাসনামলে ১৯৭৯/৮০ অর্থবছর ছিলো সর্বোচ্চ সাহায্য ছাড়করণের বছর। ছাড়কৃত সাহায্যের পরিমাণ ছিলো ১২৩৩.০৬১ মিলিয়ন ইউএস ডলার। সর্বনিম্ন সাহায্যে ছাড়করণের বছর ছিলো ১৯৭৬/৭৭, অর্থের পরিমাণ ছিলো ৫৩৪.৭১২ মিলিয়ন ইউএস ডলার। ছয় বছরের বার্ষিক গড় ৯২৮.১১ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

১৯৮২/৮৩ - ১৯৮৯/৯০

সারণী-১ ও চিত্র-১ অনুযায়ী, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থাসমূহ কর্তৃক সাহায্য প্রতিশ্রুত হয়েছিলো ১৪০৪১.৪০৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার। পাইপলাইন ও Cancellation/ Transfer এর সমন্বয় করে এই পরিমাণ উন্নীত হয় ৫১৭৯৯.৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার আর প্রকৃত ছাড়ের পরিমাণ ছিলো ১১৭৩৪.৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার। এই পরিমাণ মোট সাহায্যের ২২.৬৫ শতাংশ। প্রতিশ্রুত সাহায্যে অনুদান ও ঋণের পরিমাণ ছিলো যথাক্রমে ৪৮.১৭ ও ৫১.৮৩ শতাংশ। ছাড়কৃত অর্থে ঋণ ও অনুদান পরিমাণ ছিলো যথাক্রমে ৫৩.১৮ ও ৪৬.৮২ শতাংশ।

সারণী- ২ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এরশাদ সরকারের মেয়াদের শেষ দিকে সাহায্য প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৯/৯০ সাল বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ সাহায্য ছাড়করণের সময়। ছাড়কৃত সাহায্যের পরিমাণ ১৮০৯.৫৫৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার। সর্বনিম্ন সাহায্য প্রবাহ ঘটে ১৯৮২/৮৩ অর্থবছরে, যার পরিমাণ ১১৭৭.৩৮৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার। এই শাসনামলে গড় সাহায্যের পরিমাণ ১৪৬৬.৮৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

১৯৯১/৯২ - ১৯৯৫/৯৬

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির সূচনা হয় এই সময়ে, সেইসাথে সাহায্য প্রবাহেও কিছুটা পরিবর্তন আসে। এই সময়ে সাহায্য প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ও ছাড়ের পরিমাণও কিছুটা হ্রাস পায়। এই সময় আগের বছরের পাইপলাইন ও নতুন প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে মোট সাহায্য দাঁড়িয়েছিলো ৩৬৩৮৭.১ মিলিয়ন ইউএস ডলার যার। মোট প্রতিশ্রুত সাহায্যের ৪৭.৮৫ শতাংশ অনুদান ও ৫২.১৫ শতাংশ ঋণ। সাহায্য ছাড় করা হয়েছিলো ৮০২৭.৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার (সারণী-১)। এই পরিমাণ মোট প্রতিশ্রুতির ২২.০৬ শতাংশ (চিত্র-১)।

খালেদা জিয়া সরকারের মেয়াদের শেষ পর্যায়ে এসে সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পায়। সর্বনিম্ন ১৪৪৩.৭৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার সাহায্য ছাড়করণের বছর ১৯৯৫/৯৬। এই শাসনামলের মাঝামাঝিতে সাহায্য প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৪/৯৫ সালে সর্বোচ্চ সাহায্য আসে, যার পরিমাণ ১৭৩৯.০৯১ মিলিয়ন ইউএস ডলার। গড় সাহায্যের পরিমাণ ১৬০৫.৫৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার (সারণী- ২)।

১৯৯৬/৯৭ - ২০০০/০১

এই শাসনামলে বাংলাদেশ প্রকৃত সাহায্য পেয়েছিলো ৭২২৫.৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার যদিও ৯৬২৮.২১৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো। ছাড়কৃত পরিমাণ মোট প্রাপ্তিসাধ্য অর্থের ২০.৫২ শতাংশ (চিত্র-১)। প্রতিশ্রুত অর্থ ঋণ ও অনুদানের অংশ ছিলো যথাক্রমে ৬০.০৬ ও ৩৯.৯৪ শতাংশ। ছাড়কৃত অর্থ ঋণ ও অনুদানের অংশ ছিলো যথাক্রমে ৪৩.৪৪ ও ৫৬.৫৬ শতাংশ।

শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সর্বোচ্চ সাহায্য আসে ১৯৯৯/০০ সালে, যার পরিমাণ ১৫৮৭.৯৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার। ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিকে সাহায্য প্রবাহ কিছুটা হ্রাস পায়। সর্বনিম্ন সাহায্য ছাড়করণের বছর ১৯৯৭/৯৮, সাহায্যের পরিমাণ ১২৫১.৩৭৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার। গড় সাহায্যের পরিমাণ ১৪৪৫.০৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার (সারণী- ২)।

২০০১/০২ - ২০০৫/০৬

৩৭৮৩৮.৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার মোট সাহায্যের মধ্যে বাংলাদেশ সাহায্য ছাড় করাতে পেরেছে ৭১১৬.৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার। এই পরিমাণ মোট প্রতিশ্রুতির ১৮.৮১ শতাংশ (চিত্র-১)।

বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছিলো এরশাদ সরকারের ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই। খালেদা জিয়া সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে এই ধারা অব্যাহত থাকে। সর্বনিম্ন সাহায্য আসে ২০০৩/০৪ সালে, ১০৩৩.৪৩২ মিলিয়ন ইউএস ডলার। সর্বোচ্চ সাহায্য ছাড় করানো হয় ২০০২/০৩ সালে, ১৫৮৫.০২২ মিলিয়ন ইউএস ডলার। গড় সাহায্য ১৪২৩.৩৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার (সারণী- ২)।

লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

সারণী-১ থেকে আমরা বাংলাদেশে আসা বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ও ঋণ ও অনুদানের পরিমাণ সম্পর্কে একটি ধারণা পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। সারণীতে উল্লেখিত ছয়টি শাসনামলের মধ্যে ১৯৮২/৮৩- ১৯৮৯/৯০-এ সাহায্য প্রতিশ্রুতির পরিমাণ সর্বোচ্চ ছিলো। যদিও সাহায্য ছাড়ের পরিমাণ ছিলো বিগত দুটি শাসনামলের তুলনায় কম অর্থাৎ ২২.৬৫ শতাংশ। মূলত, এই শাসনামলের পর হতে সাহায্য ছাড়ের পরিমাণ কমেতে থাকে। এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়-

প্রথমত, বৈদেশিক সাহায্যে অনুদানের পরিমাণ কমেছে এবং ঋণের পরিমাণ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাহায্যের প্রায় ৭০ শতাংশই প্রদান করা হচ্ছে ঋণের আকারে। যদিও স্বাধীনতা পরবর্তী দশকে মোট সাহায্যের ৫১ শতাংশই ছিলো অনুদান। গত তিন দশকে অনুদানের পরিমাণ লক্ষণীয় ভাবে হ্রাস পেয়ে ২০০৮/০৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৩০ শতাংশে। (পরিশিষ্ট-১)। এভাবে সাহায্যের মধ্যে ঋণের পরিমাণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে ঋণের বোঝা ও ঋণ পরিশোধের ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে সামরিক শাসনের বছরগুলোতে অর্থাৎ ১৯৮০-৯০ সময় কালে ঋণের বোঝা ৩০০০ ইউএস ডলার থেকে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১২০০০ ইউএস ডলার হয় (পরিশিষ্ট-১)। এই বিশাল আকার ঋণের সিংহভাগই এসেছিল International Development Association (IDA) থেকে, যা বিশ্বব্যাংকের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের সংস্থা হিসেবে সুপরিচিত।

দ্বিতীয়ত, সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতির সাথে পাল্লা দিয়ে সাহায্য ছাড়করণের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তী (১৯৭২/৭৩- ১৯৭৪/৭৫) শাসনামলে সাহায্য ছাড়ের পরিমাণ ছিলো মোট প্রাপ্তিসাধ্য অর্থের ৫২.৫৭ শতাংশ। ২০০১/০২-২০০৫/০৬ এ এটা ১৮.৮১ শতাংশে এসে পৌঁছায়।

প্রকল্প সাহায্য

বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের একটি বড় অংশ হলো প্রকল্প সাহায্য। সাধারণত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় এইসব প্রকল্প সাহায্য গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় হতে জুন ৩০, ২০০৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রকল্প সাহায্য এসেছে ৩২.৯৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার। যার মধ্যে জুন ২০০৩ থেকে জুন ২০০৮ পর্যন্ত ১৬৭৪.২৬১ মিলিয়ন ইউএস ডলারই এসেছে আইডিএ থেকে। প্রকল্প সাহায্য প্রতিশ্রুত করা হয়েছে ৪৩.৬৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার। (পরিশিষ্ট- ২)।

Table 3: Project Aid: Regime-wise Commitment & Disbursement
(US\$ Million)

me	Commitment			Disbursement			Disbursement as % of Commitment
	Grant Total	Loan Total	Total (%)	Grant Total	Loan Total	Total (%)	
74/75	123.58	808.38	86.74	157.89	189.48	54.55	37.27
80/81	1141.65	2532.73	68.93	762.54	1195.34	61.05	53.28
89/90	3188.20	5309.45	62.48	2106.44	4083.97	65.97	72.85
95/96	2348.80	3596.64	60.49	2163.71	3337.27	60.67	92.52
00/01	2227.07	5498.82	71.17	1706.50	3781.71	68.91	71.04
05/06	2228.65	5259.32	70.24	1475.00	5044.59	77.38	87.06

Notes: 1. Fiscal Year starts from July 1.

Source: Aid flows are computed from the *Flow of External Resources by ERD*. Please see **Appendix - 2**.
(http://www.erd.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=263).

Figure-2

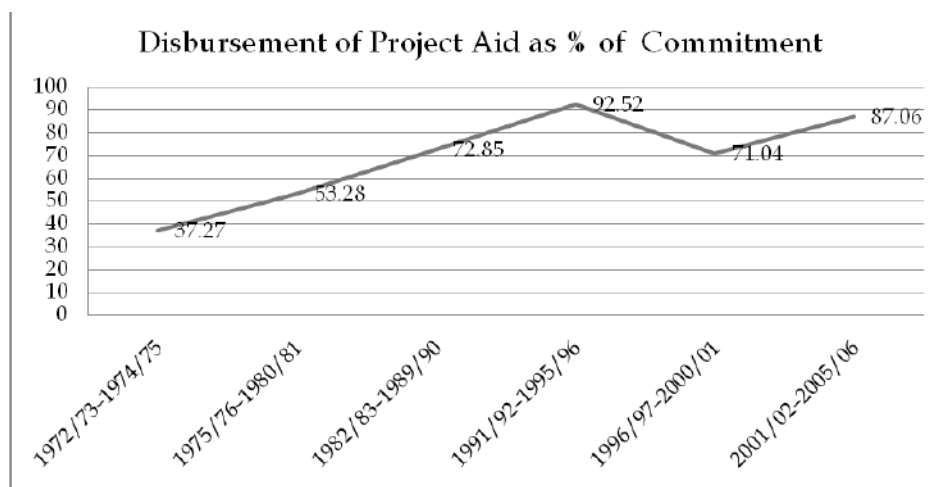


Table 4: Regime-wise Highest, Lowest & Average Project Aid Disbursement (1972/73 – 2005/06)

(US\$ Million)

Regime	Disbursement			
	Total	Highest	Lowest	Average
1972/73 – 1974/75	347.374	143.035 (1974/75)	79.984 (1972/73)	115.79
1975/76 – 1980/81	1957.876	559.911 (1980/81)	125.541 (1975/76)	326.31
1982/83 – 1989/90	6190.405	1165.368 (1989/90)	469.928 (1982/83)	773.80
1991/92 – 1995/96	5500.976	1268.918 (1994/95)	984.228 (1991/92)	1100.20
1996/97 – 2000/01	5488.210	1162.826 (1999/00)	1035.203 (1998/99)	1097.64
2001/02 – 2005/06	6519.593	1470.408 (2005/06)	1001.854 (2003/04)	1303.92

১৯৭২/৭৩ - ১৯৭৪/৭৫

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ঐসময়ে বাংলাদেশ প্রচুর প্রকল্প সাহায্য গ্রহণ করে। সারণী-৪ এর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই দাতা-দেশ ও উন্নয়ন সহযোগী-সংস্থা হতে সর্বমোট ৯৩১ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রকল্প সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছিলো, তন্মধ্যে ঋণ ও অনুদানের পরিমাণ ছিলো যথাক্রমে ৮৬.৭৪ ও ১৩.২৬ শতাংশ। সাহায্য ছাড় করা হয়েছিলো ৩৪৭.৩৭৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার (৫৪.৫৫ শতাংশ ঋণ ও ৪৫.৪৫ শতাংশ)। সারণী-৩ থেকে

আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিশ্রুত সাহায্য ও ছাড়কৃত সাহায্য উভয়ই ঋণের পরিমাণ অনুদান অপেক্ষা বেশি। ভঙ্গুর অর্থনীতির জন্য ঐ বিশাল অংকের সাহায্য আত্তীকরণ (Absorption) বা ব্যবহার করাটাই ছিলো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ মোট প্রতিশ্রুতির মাত্র ৩৭.২৭ শতাংশ ছাড় করতে পেরেছিলো।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২/৭৩ সালে বাংলাদেশে সর্বনিম্ন প্রকল্প সাহায্য আসে, এর পরিমাণ ছিলো ৭৯.৯৮৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার। ধীরে ধীরে এই পরিমাণ বাড়তে থাকে। সর্বোচ্চ সাহায্য আসে ১৯৭৪/৭৫ সালে, ১৪৩.০৩৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার। এই শাসনামলে গড় সাহায্যের পরিমাণ ১১৫.৭৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার (সারণী-৪)।

১৯৭৫/৭৬ - ১৯৮০/৮১

এই সময়ে এসে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ আরো বাড়তে থাকে। এই শাসনামলে ৩৬৭৪.৩৭২ মিলিয়ন ইউএস ডলার সাহায্যের অঙ্গীকার করা হয়েছিলো যার ৬৮.৯৩ শতাংশ ঋণ এবং ৩১.০৭ শতাংশ অনুদান। মোট প্রতিশ্রুত সাহায্যের মধ্যে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ৫৩.২৮ শতাংশ সাহায্য ছাড় করতে সক্ষম হয়েছিলো। ডলারের হিসেবে এই পরিমাণ ছিলো ১৯৫৭.৮৭৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার। মোট ছাড়কৃত সাহায্যের ৬১.০৫ শতাংশ ঋণ ও ৩৮.৯৫ শতাংশ অনুদান (সারণী-৩)। এই শাসনামল থেকেই সাহায্য আত্তীকরণ ক্ষমতা বাড়তে থাকে।

এই শাসনামলের শুরুতে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ আগের অর্ধবছরের চেয়ে কিছুটা হ্রাস পায়। ১৯৭৫/৭৬ সালে সর্বনিম্ন সাহায্য আসে ১২৫.৫৪১ মিলিয়ন ইউএস ডলার। সর্বোচ্চ সাহায্য আসে ১৯৮০/৮১ অর্ধবছরে ৫৫৯.৯১১ মিলিয়ন ইউএস ডলার। গড় সাহায্যের পরিমাণ ৩২৬.৩১ মিলিয়ন ইউএস ডলার (সারণী-৪)।

১৯৮২/৮৩ - ১৯৮৯/৯০

মোট সাহায্যের সাথে সাথে প্রকল্প সাহায্যও তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় জেনারেল এরশাদের এই শাসনামলে (চিত্র -২)। ৮৪৯৭.৬৪৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করা হলেও সাহায্য ছাড় করা হয়েছিলো ৬১৯০.৪০৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার (সারণী-৩)। ছাড়কৃত সাহায্যে ৬৫.৯৭ শতাংশ ঋণ ও ৩৪.০৩ শতাংশ অনুদান। সাহায্য ছাড়করণের ক্ষমতা বৃদ্ধির ধারাটি এই শাসনামলেও এসে অব্যাহত থাকে। ৭২.৮৫ শতাংশ সাহায্য ছাড় করতে সক্ষম হয়।

যদিও প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো কিন্তু এরশাদ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম অর্ধবছর ছিলো সর্বনিম্ন প্রকল্প সাহায্য ছাড়করণের বছর। অর্থাৎ ১৯৮২/৮৩ সালে প্রকল্প সাহায্য এসেছিলো ৪৬৯.৯২৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার। সর্বোচ্চ সাহায্য এসেছিলো ১৯৮৯/৯০ অর্ধবছরে, ১১৬৫.৩৬৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার। গড় সাহায্যের পরিমাণ ৭৭৩.৮০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। আমরা দেখতে পাচ্ছি গড় সাহায্যের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে (সারণী-৪)।

১৯৯১/৯২ - ১৯৯৫/৯৬

এটি ছিলো বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পথে অগ্রযাত্রা শুরু করার সময়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গণতান্ত্রিক সরকার সাহায্য পেয়েছিলো ৫৫০০.৯৭৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার (৩৯.৩৩ শতাংশ অনুদান, ৬০.৬৭ শতাংশ ঋণ)। যদিও সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিলো ৫৯৪৫.৪৪৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার (৩৯.৫১ শতাংশ অনুদান, ৬০.৪৯ শতাংশ ঋণ)। নতুন সরকার প্রতিশ্রুত সাহায্যের ৯২.৫২ শতাংশই ছাড় করাতে সমর্থ হয়।

খালেদা জিয়া সরকারের শাসনামলে ১৯৯৪/৯৫ অর্থবছরে সর্বোচ্চ প্রকল্প সাহায্য আসে, যার পরিমাণ ১২৬৮.৯১৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার। সর্বনিম্ন প্রকল্প সাহায্য প্রবাহের সময় ছিলো ১৯৯১/৯২ অর্থবছর, সাহায্যের পরিমাণ ৯৮৪.২২৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার। গড় সাহায্যের পরিমাণ ১১০০.২০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (সারণী-৪)।

১৯৯৬/৯৭ - ২০০০/০১

জনগণকর্তৃক দ্বিতীয় নির্বাচিত সরকার সাহায্য পাওয়ার আশ্বাস পেয়েছিলো ৭৭২৫.৮৮৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার (২৮.৮৩ শতাংশ অনুদান, ৭১.১৭ শতাংশ ঋণ) যদিও সাহায্য ছাড় করা হয়েছিলো ৫৪৮৮.২১ মিলিয়ন ইউএস ডলার (৩১.০৯ শতাংশ অনুদান, ৬৮.৯১ শতাংশ ঋণ)। ছাড়কৃত সাহায্য মোট প্রতিশ্রুত সাহায্যের ৭১.০৪ শতাংশ। এই সরকারের আমলে সাহায্য ছাড়করণের পরিমাণ আগের আমলের চেয়ে কিছুটা হ্রাস পায় (চিত্র-২)।

প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সর্বোচ্চ সাহায্য ছাড় করাতে পেরেছিলো ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে, সাহায্যের পরিমাণ ১১৬২.৮২৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার। সর্বনিম্ন সাহায্য এসেছে ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে, ১০৩৫.২০৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার। বার্ষিক গড় সাহায্যের পরিমাণ ১০৯৭.৬৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার (সারণী-৪)।

২০০১/০২ - ২০০৫/০৬

দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হয়ে খালেদা জিয়া সরকার তার দাতা-বান্ধব প্রত্যয়টি আবারো প্রমাণ করে। সেইসাথে দেখা যায় বিগত সরকারের তুলনায় সাহায্য ছাড়ের পরিমাণও ছিলো বেশি। চিত্র-২ এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, মোট সাহায্য ছাড়ের পরিমাণ মোট প্রতিশ্রুতির ৮৭.০৬ শতাংশ।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিপুল অংকের সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করা হলেও সাহায্য ছাড়ের পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। এর কারণ হলো প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে ধীর গতি, ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা, শর্তযুক্ত সাহায্য ইত্যাদি। সরকার থেকে বিভিন্ন সময়ে এইসব সমস্যা দূরীকরণের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে শীর্ষ প্রকল্প সাহায্য দাতা দেশগুলো হলো জাপান, ফ্রান্স, চীন ইত্যাদি। দাতা-সংস্থাগুলো হলো এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, আইডিএ, ও ওপেক।

মোট সাহায্যে খাদ্য, পণ্য ও প্রকল্প সাহায্যের শতাংশিক অনুপাত

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের গতিপ্রকৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। সাহায্যের মোট প্যাকেজে খাদ্য ও পণ্য সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পেতে পেতে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। পক্ষান্তরে প্রকল্প সাহায্য ও কারিগরি সহায়তামূলক প্রকল্পের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী-৫)।

Table 5: Regime-wise Relative Share of Food, Commodity & Project Aid in Total Aid Disbursement

(US\$ Million)

Regime	Food Aid		Commodity Aid		Project Aid		Total Aid
	Total	(%)	Total	(%)	Total	(%)	
1972/73 – 1974/75	793.637	41.47	772.719	40.38	347.374	18.15	1913.730
1975/76 – 1980/81	1360.678	24.43	2250.103	40.41	1957.876	35.16	5568.657
1982/83 – 1989/90	1921.852	16.38	3622.476	30.87	6190.405	52.75	11734.730
1991/92 – 1995/96	755.468	9.41	1771.516	22.07	5500.976	68.52	8027.960
1996/97 – 2000/01	563.959	7.81	1173.243	16.24	5488.210	75.96	7225.412
2001/02 – 2005/06	245.064	3.46	325.114	4.59	6519.593	91.96	7089.771

Notes: 1. Fiscal Year starts from July 1.

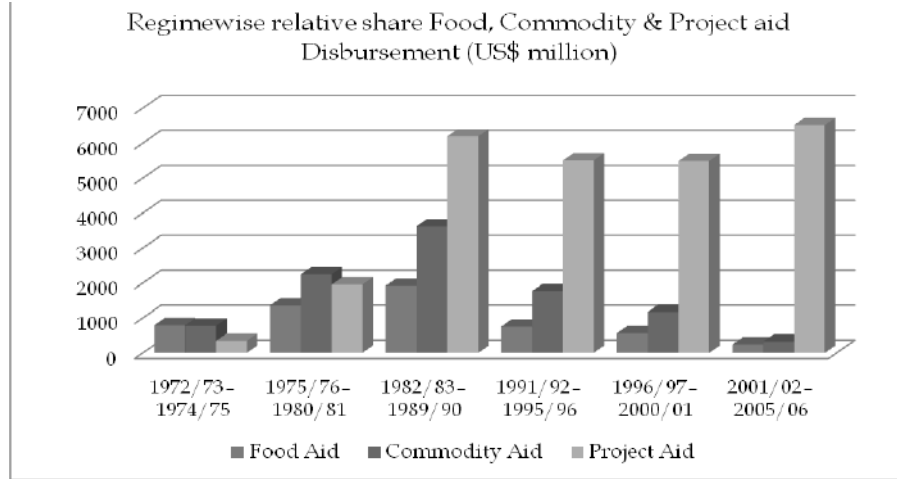
Source: Aid flows are computed from the *Flow of External Resources by ERD*.

(http://www.erd.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=263).

১৯৭২/৭৩ - ১৯৭৪/৭৫

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মোট সাহায্যে খাদ্য ও পণ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিলো প্রকল্প সাহায্যের তুলনায় বেশি। তখন দাতাদের সাহায্য প্রদানের পিছনে বাণিজ্যিক সুবিধা হাসিলের তুলনায় মানবিক সহায়তার প্রদানের বিষয়টি মুখ্য ছিল। এই শাসনামলে বাংলাদেশ মোট সাহায্য পেয়েছিলো ১৯১৩.৭৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। এই ছাড়কৃত সাহায্যে খাদ্য, পণ্য ও প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ছিলো যথাক্রমে ৪১.৪৭, ৪০.৩৮ ও ১৮.১৫ শতাংশ, যা আমরা সারণী-৫ এ দেখতে পাচ্ছি।

Figure 3



১৯৭৫/৭৬ - ১৯৭৯/৮০

এই শাসনামল থেকে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ বাড়তে থাকে। (১৯৭৫/৭৬-১৯৭৯/৮০) এ প্রকল্প সাহায্য বিগত আমলের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৩৫.১৬ শতাংশে এসে পৌঁছায়। অন্যদিকে খাদ্য সাহায্য প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেয়ে ২৪.৪৩ শতাংশে এসে নামে। পণ্য সাহায্যের অবদান ৪০.৪১ শতাংশ (সারণী-৫)।

১৯৮১/৮২ - ১৯৮৯/৯০

এই আমলটি বাংলাদেশের অর্থনীতির ইতিহাসে বেশ উল্লেখযোগ্য একটি সময়। কারণ এরশাদ সরকারে এই সময়টি ছিলো বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহের সময়। এই আমলে খাদ্য, পণ্য ও প্রকল্প এই তিন প্রকারের সাহায্যই সর্বাধিক অবস্থায় পৌঁছায়। এই আমলটি আরো একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময়ে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়, যা আমরা সারণী-৫ থেকে দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ প্রকল্প সাহায্যের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং খাদ্য (১৬.৩৮ শতাংশ) ও পণ্য সাহায্যের (৩০.৮৭) পরিমাণ কমতে থাকে, যা এখনো বর্তমান।

১৯৯১/৯২ - ১৯৯৫/৯৬

খাদ্য ও প্রকল্প সাহায্য হ্রাসের যে ধারা তা এই আমলেও অব্যাহত থাকে। পক্ষান্তরে প্রকল্প সাহায্য ৬০ শতাংশে উন্নীত হয় (সারণী-৫ ও চিত্র- ৩)। খাদ্য ও পণ্য সাহায্যের শতাংশিক অবদান ছিলো যথাক্রমে ৯.৪১ ও ২২.০৭ শতাংশ।

১৯৯৬/৯৬ - ২০০০/০১

খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ এই আমলে মাত্র ৭ শতাংশে এসে পৌঁছায়। পণ্য সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬.২৪ শতাংশ। কারিগরি সহায়তা ও প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৭৫.৯৬ শতাংশে উন্নীত হয়।

২০০১/০২ - ২০০৫/০৬

এই আমলে এসে প্রকল্প সাহায্য ৯০ শতাংশে উন্নীত হয়। আর খাদ্য ও পণ্য সাহায্য প্রায় শূন্যে পৌঁছে যায়।

বাংলাদেশ স্বাধীনদেশ হিসেবে তার পদচারণা শুরু করার পর মোট সাহায্যের প্যাকেজে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ছিলো ১৮.২৫ শতাংশ (সারণী-৫)। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশে মোট প্রকল্প সাহায্য এসেছিলো মাত্র ৩৪৭.৩৭৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার। পরবর্তী শাসনামল থেকেই প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, যদিও তখনো দাতাদের অগ্রাধিকার তালিকায় ছিলো খাদ্য ও পণ্য সাহায্য। ৮০র দশক থেকে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা বর্তমানেও অব্যাহত আছে। প্রকল্প সাহায্যের প্রতি দাতা-দেশ ও সংস্থা গুলোর এই আগ্রহের কারণ অনুসন্ধান করা জরুরি।

স্বাধীনতা পরবর্তী তিনটি দশকে বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ ও গতিধারায় যে লক্ষণীয় পরিবর্তনগুলো এসেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- বৈদেশিক সাহায্যে অনুদানের পরিমাণ ১৯৭২/৭৩-এ ছিলো ৮৮.২ শতাংশ। এটি হ্রাস পেয়ে ৫৩.২ শতাংশ হয় ১৯৭৯/৮০ অর্থবছরে। ১৯৯৮/৯৯-এ এসে এই পরিমাণ আরো কমে দাঁড়ায় ৪৩.৬ শতাংশে (পরিশিষ্ট-১)। অনুদানের পরিমাণ হ্রাসের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ঋণের পরিমাণ, সেই সাথে ঋণের বোঝা ও ঋণ পরিশোধের ব্যয়। গত আড়াই দশকে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের বোঝা ৪.২ বিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারে এসে পৌঁছায়। সরকারের বাজেটের একটি বড় অংশ ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয় করতে হয়। গত দশকে মাথাপিছু সাহায্যের পরিমাণ ৫০ শতাংশেরও নিচে নেমে যায়। (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)
- উপরোল্লিখিত সারণী ও চিত্রসমূহ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোট সাহায্যে খাদ্য ও পণ্য সাহায্যের ক্রমহ্রাসমান ধারা। খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ১৯৭১/৭২ সালে ৪৭.৯ শতাংশ থেকে ১৯৯৮/৯৯ সালে ১১.৫এ হ্রাস পায়। একইভাবে পণ্য সাহায্যও ৫০.৮ শতাংশ থেকে ২১.১৫ শতাংশে হ্রাস পায়। কিন্তু প্রকল্প সাহায্য ১৯৭১/৭২ অর্থবছরে ১.২৯ শতাংশ থেকে ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে ৬৭.৪ শতাংশে উন্নীত হয়।
- বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহে সবচেয়ে লক্ষণীয় যে বিষয়টি তা হলো, ১৯৮২/৮৩-১৯৮৯/৯০ শাসনামল। কারণ, এই সময়ে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুত হয়েছিলো সর্বাধিক ৫১৭৯৯.৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার সাহায্য প্রাপ্তির এবং পেয়েছিলো

১১৭৩৪.৭৩৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার (সারণী-১)। প্রতিশ্রুত পরিমাণ এবং ছাড়কৃত পরিমাণ উভয়ই অন্য যে কোন রাজনৈতিক শাসনামলের তুলনায় বেশি। এই সময়ে প্রাপ্ত খাদ্য ও পণ্য সাহায্যের পরিমাণও সর্বাধিক। উল্লেখিত আমলে বাংলাদেশ খাদ্য ও পণ্য সাহায্য পেয়েছিলো যথাক্রমে ১৯২১.৮৫২ মিলিয়ন ইউএস ডলার ও ৩৬২২.৭৭৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার। এরশাদ সরকারের পতনের পরপরই খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ৭৫২.১৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলারে নেমে আসে। আর পণ্য সাহায্য হয়ে যায় অর্ধেক ১৭৭১.৫১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার। প্রকল্প ঋণের ধারাও প্রায় একই পথে অগ্রসর হয়।

- বাংলাদেশ সরকারের একটি ঐতিহাসিক দুর্বলতা হলো সাহায্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের অক্ষমতা। আমরা যদি শুধুমাত্র প্রকল্প ঋণ নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো সাহায্য ছাড়করণের পরিমাণ কখনোই ২০ শতাংশের বেশি হয়নি (সারণী-৪)। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২/৭২ - ১৯৭৪/৭৫ ও ১৯৮২/৮৩ - ১৯৮৯/৯০ এই দুই শাসনামল। প্রথমত, ১৯৭২/৭২ - ১৯৭৪/৭৫-এর সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত ভঙ্গুর অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন সরকার ৩৪.৬ শতাংশ প্রকল্প সাহায্য ছাড় করতে পেরেছিলো। আবার ১৯৮২/৮৩ - ১৯৮৯/৯০ হলো সর্বাধিক সাহায্য লাভের এবং নিম্নতম সাহায্য ছাড়করণের (১৯.০৪ শতাংশ) সময়।
- সারণী-২ ও ৪ লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সর্বনিম্ন সাহায্য ছাড় করণের বছরগুলো হলো ক্ষমতা পরিবর্তনের বছর। অর্থাৎ, একটি সরকারের মেয়াদপূর্তির পর নতুন সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বা কোন সরকার ক্ষমতা থেকে উৎখাত হলে নতুন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময়গুলোতে সাহায্য প্রবাহে শূন্য গতি দেখা যাচ্ছে। এর কারণ হলো নতুন সরকারের ক্ষমতা লাভের পর দাতা-দেশ ও সংস্থাগুলো ঐ সরকারের আচরণ ও সিদ্ধান্ত পর্যবেক্ষণে সময়ক্ষেপণ করছে। গড় সাহায্যের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই গড় সাহায্যের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭২/৭৩-১৯৭৪/৭৫-এ সাহায্যের গড় পরিমাণ ছিলো ৭৮৩.০৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার। পরবর্তী শাসনামলগুলোতে এটি আরো বৃদ্ধি পায়। মোট সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য উভয়ের ক্ষেত্রেই একই ধারা দৃশ্যমান।

সাহায্য ব্যবহারে অদক্ষতার কারণসমূহ

বিশিষ্ট অর্থনৈতিক চিন্তাবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান তাঁর *The crisis of External Dependence: The Political Economy of Foreign Aid in Bangladesh* বইটিতে সাহায্য ব্যবহারে অদক্ষতার তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছেন, সোবহান (১৯৮২: ৭২-৯২)। এগুলো হলো-

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিতকরণে প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা;
- দাতা-দেশ ও সংস্থাসমূহ কর্তৃক বিশাল অংকের সাহায্য প্রদানের অস্বীকার ও সাহায্য আত্মীকরণের সীমাবদ্ধতা;

পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও ক্ষমতার পালাবদলের সাথে সাথে দাতাদের শর্তের বাড়াবাড়ি। এগুলো ছাড়াও আরো কিছু বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- ক) গ্রহীতা দেশের দুর্নীতি;
- খ) দাতা-দেশ বা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো অধিকাংশ সময় প্রকল্প ভিত্তিক শর্তযুক্ত সাহায্য দিয়ে থাকে। এইধরনের সাহায্যের ক্ষেত্রে গ্রহীতা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় দাতাদের পছন্দই অগ্রাধিকার পায়। অর্থাৎ তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিশেষ কোন প্রকল্পে ঋণ দানে আগ্রহী হয়। এক্ষেত্রে দাতাদের নিজস্ব কাঠামো অনুযায়ী প্রকল্পের ধাপ পরিচালনা করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের সম্ভাব্যতা ও প্রাক-সম্ভাব্যতা জরিপ চালানো হয়। প্রায় ৮০-৯০ ভাগ প্রকল্পই এই সকল সম্ভাব্যতা জরিপের বাধা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা দেশের নামে বিশাল অংকের লেনদেনের বহর যুক্ত হয়ে যায়। শুধু তাই নয় বেশিরভাগ সময় দাতাদের পছন্দনীয় প্রকল্পগুলো হয় অপ্রয়োজনীয় এবং অপচয়মূলক।

দাতা-দেশ বা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো মাঝে মাঝে উৎসভিত্তিক শর্তযুক্ত সাহায্যও প্রদান করে। এক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, মেশিনারি দাতাকর্তৃক নির্দিষ্ট কোন দেশ থেকে ক্রয় করতে হয়। দাতাদের মতে শর্ত আরোপ করা হয় সাহায্যের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য, কিন্তু এইসব শর্ত সাহায্যের প্রকৃত মূল্যহ্রাস করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রভাব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা মিশ্র। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকরী ভূমিকা থাকলেও বর্তমানে সাহায্যের পুরো বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির লালনকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে প্রতি বছর হাজার কোটি টাকা ভিক্ষে করে আনা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই টাকার সামান্য অংশই তাদের কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে। প্রাপ্ত সাহায্যের একটা বড় অংশ ফেরত যাচ্ছে দাতাদের কাছে- বিশেষজ্ঞ ফী, দাতাদের নির্ধারিত শর্তানুযায়ী তাদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া কোন দেশ বা কোম্পানি থেকে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ বা কাঁচামাল কিনতে। কিছু অংশ যাচ্ছে দেশীয় আমদানিকারক, পরামর্শক, ঠিকাদারদের বেতন কমিশন ইত্যাদি পরিশোধে। কিছু অংশ থেকে যাচ্ছে পাইপলাইনের মধ্যে। এইভাবে হিসেব করলে দেখা যাবে যাদের জন্য এই সাহায্য তারা তেমন কিছুই পাচ্ছে না, অথবা যা পাচ্ছে তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল।

সাহায্য প্রদানের জন্য আরোপিত শর্তের প্রভাব

১৯৭৪ সালে বিশ্বব্যাংকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ২৬ টি দাতা সংস্থা ও দেশের সমন্বয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে বিশ্বব্যাংকের সদস্যপদ লাভের পর থেকে ২০০৭/০৮ অর্থবছর পর্যন্ত সংস্থাটি বাংলাদেশকে প্রায় ১১৯৩৯.০৪৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার (প্রকৃত অবমুক্ত পরিমাণ) ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে। এই বিশাল অংকের সাহায্যের বেশিরভাগই এসেছে IDA-

র মাধ্যমে। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত এই ঋণের বেশিরভাগই এসেছে সংস্থাটি কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন প্রকল্প অর্থায়নের জন্য, নয়তো কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচীর অথবা দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের অধীনে কোন বিশেষ প্রকল্প অর্থায়নের জন্য। আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের বিপরীতেও ছিলো কঠিন শর্তের বহর। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচীর ব্যবস্থাপত্র প্রণীত হয় তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। এগুলো হলঃ নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ, ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ ও বাণিজ্য উদারীকরণ। ইসলাম (২০০৩: ৮৪-১০২)

আসলে SAP ছিলো একগুচ্ছ শর্তাবলী যা বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ তাদের সাহায্যের শর্ত হিসেবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর আরোপ করেছিলো। শর্তগুলো হলঃ

১. বিরাষ্ট্রীকরণ, নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন কর্মসূচীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় খাতের প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানা বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তর;
২. দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বাজার বা দাম ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং এই লক্ষ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমানো বা প্রত্যাহার;
৩. সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকার পুনর্নির্ধারণ এবং তার উপর কর্তোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ, কৃষিতে ভর্তুকি প্রত্যাহার, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম থেকে সরকারি ভর্তুকি প্রত্যাহার এবং বেসরকারি উদ্যোগের প্রসার;
৪. আমদানি উদারীকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া;
৫. বিনিময় হার ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু করা;
৬. বিদেশী সরাসরি বিনিয়োগ উদারীকরণ;
৭. গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সামাজিক সেবামূলক খাতে বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত করা;

কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচীর মূল ভিত্তি ছিলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার গুরুত্ব। এর উপর এতই জোর দেওয়া হয়েছিলো যে মূল্যস্ফীতি ও বাজেট ঘাটতি কমানোর জন্য সুদের হার বৃদ্ধি এবং রাজস্ব ব্যয় কমানোটাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের বাস্তব অবস্থায় অনেক সময় সুদের হার বাড়লেই মূল্যস্ফীতি কমে না। আবার কমলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য এটাই পূর্বশর্ত নয়। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচী তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলেও উন্নয়নশীল দেশের বাস্তব অবস্থায় তা অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রযোজ্য। কিন্তু ঋণ বা সাহায্যের পূর্বশর্ত হিসেবে অনেক দেশকেই এটা গ্রহণ করতে হয়েছিলো আর তার সামগ্রিক ফল ছিলো নেতিবাচক। বাংলাদেশে কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচীর নেতিবাচক ফলাফলসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

- অতিমাত্রায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার এবং ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করা হলে তা বাজারে কার্টেল ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। বাংলাদেশে একচেটিয়া ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির

জন্য উল্লেখযোগ্য কোন আইন বা প্রতিষ্ঠান নেই। বাংলাদেশের ভোগ্য পণ্য, বিশেষত চিনি ও তেলের বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে মূল্যবৃদ্ধির যে প্রতিযোগিতা, তা কার্টেল ব্যবস্থারই ফল। এর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থ শোভা পাচ্ছে কোটিপতির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। এতে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- বাজার অর্থনীতির ও দাম ব্যবস্থার উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতার ফলে একদিকে পণ্য ও সেবার মূল্য বেড়ে যায়। অন্যদিকে কর্মসংস্থানের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়। বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বাজারভিত্তিক হওয়ার ফলে সমাজের বৃহত্তর অংশের জীবনযাত্রার মান ব্যাহত হয়।
- আমদানি উদারীকরণ নীতিমালার আওতায় আমদানি শুল্ক, শুল্কহারগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হচ্ছে যাতে সমাজের অপেক্ষাকৃত বিত্তবান অংশের ব্যবহৃত দ্রব্য ও সেবাগুলোতে প্রযোজ্য করের বোঝা হ্রাস পাচ্ছে। মোটর গাড়ি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, বিলাসী নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদির শুল্ক ও করের বোঝা ক্রমশ কমিয়ে ফেলা হচ্ছে। পক্ষান্তরে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং হারানো রাজস্ব পুনরুদ্ধারের জন্য মূল্য সংযোজন করের আওতাকে বিস্তৃত করে নতুন নতুন দ্রব্য সামগ্রীকে করের আওতাভুক্ত করা হচ্ছে, যেগুলো প্রধানত তুলনামূলকভাবে সাধারণ ভোক্তাদের ব্যবহারিত সামগ্রী।
- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ হলো কৃষি। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা মূলত আত্মপোষণমূলক, যেখানে বাজার সম্পর্ক এখনো খুব বেশি বিকশিত হয়নি। আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করে অর্থনীতিকে ক্রমাগত উন্মুক্তকরণ এবং কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রত্যাহারের ফলে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থা, জমির উপ-বিভাগ ও খন্ডীকরণের ফলে ভূমিহারা কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যারা শহরে এসে বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। পক্ষান্তরে দেশীয় উৎপাদন হ্রাসের ফলে বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্যের চাহিদা মিটানোর জন্য সরকারকে প্রতি বছর খাদ্য আমদানির আশ্রয় নিতে হচ্ছে, যার ফলে বাজেটের উপর চাপ পড়ছে।
- সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ও ব্যয় সংকোচনের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে অনেক সময় সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক সেবামূলক খাত, যেমনঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে ব্যয় কমিয়ে দিতে হয়। ব্যয় সংকোচনের ফলে সরকারি খাতে এসব সেবার পরিমাণ এবং গুণগত মান উভয়েরই উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদে পরিণত হবে মানুষ, যদি তাদের উন্নত ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা দারিদ্র্য সৃষ্টি ও লালন করছে, যেখানে অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্তের ছেলেমেয়ে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করছে আর দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা জরাজীর্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জায়গা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

- প্রতিবেশী দেশ ভারতের তুলনায় দ্রুততর গতিতে আমদানি উদারীকরণের মাশুল হিসেবে বাংলাদেশে চোরাচালান আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের বাজার সয়লাব হয়ে গেছে ভারতীয় পণ্যে। দেশীয় উদ্যোক্তারা সস্তা ভারতীয় পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে উৎপাদন বন্ধ করে দিচ্ছে। এতে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ সাধারণত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্য রপ্তানি এবং উন্নত প্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ, শিল্পকারখানার কাঁচামাল আমদানি করে। উন্নত প্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ, শিল্পকারখানার কাঁচামালের তুলনায় বাংলাদেশের রপ্তানিজাত দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় পণ্যের দাম তেমন বৃদ্ধি পায় না। ফলে বাণিজ্য উদারীকরণ বাণিজ্য শর্তের অবনতি ঘটায়।

নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সাহায্যের প্রভাব আলোচনা করা হল

- প্রকল্প ভিত্তিক শর্তযুক্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে দাতা-দেশ ও সংস্থাগুলো সুনির্দিষ্ট কিছু প্রকল্পে বিনিয়োগ করে থাকে। বেশিরভাগ সময়ই প্রকল্পগুলো হয় বাংলাদেশের প্রয়োজন ও চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রয়োজনীয় নয়তো অপচয়মূলক।

আবার উৎসভিত্তিক শর্তযুক্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে সুনির্দিষ্ট কোন দেশ বা কোম্পানি থেকে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি ট্রানজিট ইস্যুতে সরকার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার থেকে ১০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা পেয়েছে। সম্প্রতি প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীর গতি নিয়ে দৈনিক পত্রিকা প্রথম আলোতে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি থেকে জানা গেছে একটি শর্তের কারণে প্রকল্পের কাজে তেমন অগ্রগতি হচ্ছে না। শর্তটি হলো, প্রকল্প ঋণের ৮৫ শতাংশ কেনাকাটা ভারত থেকে করতে হবে। এসব প্রকল্পের বেশিরভাগ কাজই পূর্ত সংক্রান্ত। যদি ঋণের শর্ত মানা হয় তাহলে কাঁচামালের পাশাপাশি শ্রমিক পর্যন্ত ভারত থেকে আমদানি করতে হবে। (তথ্যসূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ ডিসেম্বর ২০১১) কিন্তু যদি আমাদের দেশীয় বাজার থেকে কাঁচামাল বা শ্রমিক সংগ্রহ করা হয় তাহলে হয়তো আরো কম খরচে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। প্রকল্প ঋণের সাথে এই ধরনের শর্তের অন্তর্ভুক্তি সাহায্যের প্রকৃত মূল্যহ্রাস করে।

- ঋণ ও অনুদান পরিবেষ্টিত সাহায্যের থলে দেশের উন্নয়নে সামান্য অবদান রাখলেও অনুন্নয়নে এর অংশীদারিত্ব বেশি। মাত্রাতিরিক্ত প্রকল্প ঋণ গ্রহণ ঋণের বোঝা বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সাহায্য সংস্থা হতে সাধারণত মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ নিয়ে থাকে যেগুলো পরিশোধের সময়সীমা ১০ থেকে ২০ বছর হয়। শুধু তাই নয়, ঋণের বোঝা এতই বেশি যে যা সাহায্য আসছে তার সিংহভাগই সুদ সমেত পরিশোধে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদপত্রের এক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে বৈদেশিক সাহায্য এসেছে ৪১ কোটি ৩৮ লাখ ডলার। আর

আগের ঋণ পরিশোধে ব্যয় হয়েছে ৩৪ কোটি ৫০ লাখ। ফলে নিট সাহায্যের পরিমাণ ছিলো মাত্র ৬ কোটি ৮৯ লাখ ডলার। (তথ্যসূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ০৭ জানুয়ারি ২০১২) এই ঋণের বোঝা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর পরে এবং সামাজিক কল্যাণ হ্রাস করে।

- বৈদেশিক সাহায্যকে কেন্দ্র করে দেশে একটি পেশাজীবী শ্রেণী গড়ে উঠেছে। যেমন প্রকল্পের সাথে জড়িত প্রকৌশলী, দেশীয় পরামর্শক, ঠিকাদার, এনজিও ইত্যাদি। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে এদের কমিশন বাবদ বিশাল অংকের অর্থ ব্যয় হচ্ছে। এতে প্রকল্পের ব্যয় অতিমূল্যায়িত হওয়ার পাশাপাশি এদের হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা হচ্ছে। এতে দেশে আয় বৈষম্য ও দারিদ্র্য বাড়ছে। সোবহান (১৯৮২: ৬০-৯৭)
- যদিও বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞায় সাহায্যের অ-বাণিজ্যিক হওয়ার বিষয়টি যুক্ত আছে, কিন্তু দাতা দেশগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাণিজ্যিক অভিলাষ ও লাভ চরিতার্থ করতেই সাহায্য প্রদান করে থাকে। দাতা দেশগুলো সাহায্য প্রদানের সময় সেদেশের উৎপাদিত পণ্যের জন্য দেশীয় বাজার উন্মুক্ত করণের শর্ত জুড়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সাহায্য-দাতা জাপানের কথা বলতে পারি। জাপানের ODA পলিসির উদ্দেশ্যই হলো তাদের রপ্তানি পণ্যের জন্য সংরক্ষিত বাজার নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ জাপানি রিকম্পেন্স গাড়ির বৃহত্তম বাজার। সম্প্রতি জাপান বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদানের জন্য আরো ১২টি অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করেছে। প্রধান খাতগুলো হলো, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পর্যটন, পরিবহন ইত্যাদি। অর্থাৎ দাতারা সাহায্য প্রদানের জন্য এমন সব খাত চিহ্নিত করবে, যাতে তাদের নিজস্ব পণ্য সামগ্রীর ব্যবসা সুরক্ষিত করা যাবে।
- সাহায্যের সাথে যে সকল শর্ত যুক্ত থাকে তা ঋণ-সাহায্যের সর্বোত্তম ব্যবহার বিঘ্নিত করে। বেশিরভাগ সময়ই এইসব সাহায্যের সাথে বিভিন্ন পলিসি গ্রহণের ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা হয়। এইসব পলিসি দরিদ্র দেশটির বা দেশের জনসাধারণের প্রয়োজন এবং আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রণয়ন না করে দাতাদের নিজেদের খেয়ালখুশিমত করা হয়। এইসব পলিসি গ্রহণ এবং সে মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরূপ ও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। এটি আমি আগেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

৩. বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা হ্রাসের কারণ

বৈদেশিক সাহায্যের বিপক্ষে বিশ্বব্যাপী সমালোচনা জোরদার হচ্ছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতার কিছুকাল পরেই বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণ, অনুদান ও সাহায্য গ্রহণের জগতে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের জন্মই হয় দ্বিধাবিভক্ত বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে। এই বিভক্তির এক পাশে ছিলো পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্য পাশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত সোভিয়েত ইউনিয়ন। সাহায্যের পূর্বাপর ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো বৈদেশিক সাহায্য হলো

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের আধিপত্যবিস্তার কেন্দ্রিক স্নায়ুযুদ্ধের ফলাফল ।

বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্যের বৃহৎ গ্রহীতাগুলোর মধ্যে অন্যতম । স্বাধীনতা লাভের পর হতে জুন ৩০,২০০৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রায় ৫০ বিলিয়ন ইউএস ডলার সাহায্য গ্রহণ করেছে । সাহায্য গ্রহণের পক্ষের যুক্তিগুলো হলো, অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প পরিচালনা, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি ।

৮০র দশকের শুরতে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে । খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পরও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের খাদ্য সাহায্য গ্রহণ চলতে থাকে । যদিও এর পরিমাণ ক্রমে হ্রাস পেয়েছে ।

বাংলাদেশের খাদ্য সাহায্যের বিভিন্ন ডাইমেনশনগুলো হলো VGF, VGD, টেস্ট রিলিফ, শিক্ষা বা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী । এখানে কিছু অবকাঠামোগত সংস্কার বা উন্নয়ন কর্মসূচীর বেশিরভাগই পরিচালিত হয় খাদ্য সাহায্যের মাধ্যমে । তাই খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা আসলেও এটা কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হবে না । এর পেছনের কারণ অবশ্য আরো মর্মান্তিক । বস্তুত এটা হলো স্থানীয় সরকারের কর্তব্যব্যক্তি, দলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাট ও লুণ্ঠনের মহাযজ্ঞ, যার মাধ্যমে প্রায় রাতারাতি কোটিপতি হওয়া সম্ভব ।

খাদ্য সাহায্যের বিশাল অংশ আবার যায় বিভিন্ন বাহিনীর রেশনে । এগুলোর সিংহভাগই কালোবাজারের পথে খাদ্য বাজারে চলে আসে । অর্থাৎ উন্নয়ন প্রকল্পের গম বা বাহিনী রেশনের গম নাম যাই হোক, এটা হলো কালোবাজারিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ।

দুর্নীতির আরেকটি মাধ্যম হলো প্রকল্প সাহায্য । বাংলাদেশে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য আসে । কারণ আমাদের নীতিনির্ধারক মহলে এমন কিছু কর্তব্যব্যক্তি আছেন, যাদের ধারণা প্রকল্প গ্রহণ মানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন । প্রকৃতপক্ষে প্রকল্প ঋণের পুরো বিষয়টা নব্য-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের শক্তিশালী হাতিয়ার, যা ব্যবহার করা হয় তৃতীয় বিশ্বকে অনুন্নয়নের দুষ্টচক্রে বন্দী রাখার জন্য । বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল দেখিয়েছেন এধরণের প্রকল্প সাহায্য যেগুলো লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গছানো হয়েছিলো, তার প্রতি ডলারে ৯৫ সেন্ট আবার আমেরিকা ফেরত গেছে নানা বেশে, নানা কৌশলে । ইসলাম (২০০৩: ১৫৮-১৭৩)

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রকল্প ঋণ সাহায্য গ্রহণে যে যুক্তি দাঁড় করানো হয়, তা হলো MDG বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য । কিন্তু দুঃখের বিষয়, যতই সাহায্যের মাত্রা ও পরিমাণ বাড়ছে সেই সাথে পাল্লা দিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে, আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে । অর্থাৎ এই সব প্রকল্পগুলো তাদের নিজস্ব ফায়দাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করেছে যা অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিতদের অর্থনৈতিক সুবিধা ও অধিকার গ্রহণের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ করেছে ।

বর্তমানে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে । কার্যকারিতা হ্রাসের কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

সাহায্য আশ্রয় বা হজম ক্ষমতা

যে পরিমাণ সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে তা একটি দেশের হজম করার ক্ষমতা আছে কিনা দাতা-দেশ বা সংস্থাগুলো প্রায় এই বিষয়ে কোন নজরদারি করে না। বৈদেশিক সাহায্যের দাতা এবং গ্রহীতার সম্পর্কটি একটি সম্পর্ক যার একপাশে থাকে উন্নত ও ধনী দেশগুলো ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আর অন্য পাশে অনুন্নত, দুর্বল এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলো। বাংলাদেশ তার স্বল্প সাহায্য ব্যবহার ক্ষমতার জন্য প্রায় দাতাকর্তৃক সমালোচনার স্বীকার হয়। বিভিন্ন দাতা সংস্থাকর্তৃক পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে সমসাময়িক অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের তুলনায় সাহায্য ছাড়করণের পরিমাণ বাংলাদেশে কম। এর পেছনে যে কারণগুলোকে দায়ী করা হয় সেগুলো হলো, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দীর্ঘসূত্রিতা, দুর্নীতি ইত্যাদি। (<http://www.thedailystar.net/forum/2009/february/future.htm>)

সাহায্যের প্রকৃত মূল্য

বিশাল অংকের সাহায্য প্রদানের যে অঙ্গীকার তা আসলে কোন ইঙ্গিতই বহন করে না যদি আমরা সাহায্যের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করি। উচ্চ মদ্রাস্থিতির পাশাপাশি দাতাদের উৎসভিত্তিক শর্তযুক্ত ও প্রকল্প ভিত্তিক শর্তযুক্ত সাহায্য, সাহায্যের প্রকৃত মূল্যকে কমিয়ে দেয়। ইসলাম (২০০৩: ১৫৮-১৭৩)

দুর্নীতি ও সুশাসনের অভাব

বর্তমানে এই সাহায্য প্রাপ্তি এবং তা ব্যবহারের পুরো বিষয়টি দুর্নীতি লালন ও চর্চার কারখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে প্রকল্প সাহায্যের ব্যাপারটা আরো লুণ্ঠনমূলক। এখানে কিছু বিষয় সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন-

প্রথমত, দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর স্বার্থ রক্ষার শর্ত মোকাবেলায় সাহায্যপ্রার্থী দেশের জন্য প্রয়োজনীয় ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প বাছাই ও নির্ধারণ এবং গ্রহীতা দেশের জাতীয় স্বার্থ গুরুত্ব পাচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, প্রকল্পের কারিগরি ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নামে বিভিন্ন ধরনের সম্ভাব্যতা জরিপের বহর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জরিপ কার্যক্রম পরিচালনায় সাহায্যের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে প্রকল্পগুলো এই সম্ভাব্যতা জরিপের বাঁধা পেরুতে না পারলেও শত শত কোটি টাকার লেনদেনের বহর সাহায্য গ্রহীতা দেশের নামে লিপিবদ্ধ হচ্ছে।

তৃতীয়ত, এই সম্ভাব্যতা জরিপকে কেন্দ্র করে দেশেই গড়ে উঠছে একটি পেশাজীবী শ্রেণী। এই শ্রেণীকে কেন্দ্র করে দীর্ঘায়িত হচ্ছে লুণ্ঠন, দুর্নীতি ও লুটপাটের জাল।

চতুর্থত, বর্তমানে এই সব প্রকল্প সাহায্যগুলোর সাথে যুক্ত হয়েছে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বিষয়টি। বিশেষজ্ঞের বেতন-ভাতা ইত্যাদি প্রদান করতেই প্রকল্প ব্যয়ের একটি বিশাল অংশ খরচ হয়ে

যাচ্ছে। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে আমাদের দেশীয় বিশেষজ্ঞগণ এই সব আমদানিকৃত বা চেপে বসা বিশেষজ্ঞের চেয়ে অনেক কম খরচে অনেক বাস্তবসম্মত সমীক্ষা চালানোর বা পরামর্শ প্রতিবেদন রচনার যোগ্যতা রাখেন। ইসলাম (২০০৩:১৫৮-১৭৩)

দাতাদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ

দৈনিক পত্রিকা নিউজ টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ বলেন ‘দারিদ্র্য বিমোচনের নামে গত চল্লিশ বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা সাহায্য এসেছে। কিন্তু সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের উন্নয়ন যা হয়েছে তা অতি সামান্য। সাহায্যের সুফলভোগীদের তালিকায় এদের অবস্থান বিশেষজ্ঞ-পরামর্শক এবং কমিশন এজেন্টদের নিচেই রয়ে গেছে। সাহায্যের আরেকটি অংশ চলে গেছে এনজিও মডেলের নামে দারিদ্র্য বিমোচনের মহান(!) উদ্দেশ্যে। এটা ঠিক যে এনজিও গুলোর কার্যক্রমের মাধ্যমে এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে কিন্তু এর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়’। তিনি আরো বলেন “এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে দাতা দেশগুলো তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্যই সাহায্য প্রদান করে থাকে। তাই গ্রহীতা দেশগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সাহায্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেনা, যদিও সাহায্যের শ্লোগান ‘দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বৈদেশিক সাহায্য’ ঠিকই থাকে। আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও পুঁজিবাদী দেশগুলোর স্বার্থসংরক্ষণের প্রতিই বেশি মনোযোগী। সাহায্য প্রাপ্ত প্রকল্পগুলোতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ দাতা-দেশ থেকে ক্রয়ের যে শর্ত জুড়ে দেওয়া থেকে তা থেকে ঐদেশগুলোর বাণিজ্য স্বার্থ হাসিলেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।” (http://www.newstoday.com.bd/index.php?option=details&news_id=25901&date=2011-04-26)

কঠিন শর্তযুক্ত সাহায্য

বাংলাদেশে বর্তমানে যে সকল সাহায্য আসছে তার সবগুলোর সাথেই শর্তের বহর যুক্ত আছে। বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ প্রদত্ত সকল সাহায্যে কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচী বা দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ইত্যাদি গ্রহণের জন্য শর্ত আরোপ করা হয়। যদিও বাংলাদেশ বিভিন্ন সময় এইসব কর্মসূচী গ্রহণ করেছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে এর ফলাফল খুবই হতাশাজনক। বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের শর্তের ফলাফল আগেই আলোচনা করেছি।

অনিশ্চিত সাহায্য প্রদান ব্যবস্থা

বিশাল অংকের সাহায্য মঞ্জুর করা হলেও সাহায্য ছাড়করণের ব্যাপারে একধরনের অনিশ্চয়তা কাজ করে। কোন একটি প্রকল্পের জন্য সাহায্য অনুমোদন করা হলেও সময়মত মাত্র এক তৃতীয়াংশ সাহায্য ছাড় করা হয়। ফলে সাহায্য গ্রহীতা দেশে প্রকল্পের কাজটি নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা কাজ করে। ফলে কাজের অগ্রগতি হয় না, কাজ খুব ধীর গতিতে করা হয়।

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি এখনো দুটি সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হচ্ছে। এর একদিকে রয়েছে শর্তযুক্ত বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার। অন্যদিকে রপ্তানি পণ্যের জন্য ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক বাজারের প্রবেশের প্রচেষ্টা ও প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের প্রবাহ। গত দেড় দশকে (১৯৯১-

২০০৭) বাংলাদেশ লক্ষণীয়ভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে একীভূত হয়েছে যা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার একটি অংশ। ৯০-র দশকের শুরুতে বাংলাদেশ বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে একীভূত হতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠার পাশাপাশি বাণিজ্য নির্ভর অর্থনীতি হিসেবে বিকাশ লাভ করতে থাকে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স বৃদ্ধির পাশাপাশি, তৈরি পোশাক শিল্পের অব্যাহত অগ্রযাত্রা, অ-কৃষিখাত উৎপাদন কর্মকাণ্ডের প্রসার মোট দেশজ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাংলাদেশের সাহায্য নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে অনেকখানি সহায়তা করেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার বছরগুলোতেও গত অর্থবছরে বাংলাদেশে ১১.৫০ বিলিয়ন ইউএস ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। রেমিট্যান্স উপার্জনের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে পঞ্চম।

**Table 6: Year-wise Aid Disbursement & Remittance Flow
(1991/92 – 2008/09)**

(US\$ Million)

Year	Total Aid Disbursement	Remittance Flow	GDP at Current Price	Total Aid as % of GDP	Remittance as % of GDP
1991/92	1611.468	849.660	31432	5.13	2.70
1992/93	1675.008	944.570	31439	5.33	3.00
1993/94	1558.643	1088.720	32954	4.73	3.30
1994/95	1739.910	1197.630	35802	4.86	3.35
1995/96	1443.750	1217.060	39580	3.65	3.07
1996/97	1481.230	1475.420	41516	3.57	3.55
1997/98	1251.373	1525.430	43388	2.88	3.52
1998/99	1536.057	1705.740	44757	3.43	3.81
1999/00	1587.948	1949.320	46529	3.41	4.19
2000/01	1358.864	1882.100	47048	2.89	4.00
2001/02	1442.234	2501.130	47194	3.06	5.30
2002/03	1585.022	3061.970	49560	3.20	6.18
2003/04	1033.432	3371.970	54476	1.90	6.19
2004/05	1488.447	3848.290	59120	2.52	6.51
2005/06	1567.636	4802.410	61127	2.56	7.86
2006/07	1630.575	5998.470	65204	2.50	9.20
2007/08	2061.514	7914.780	73969	2.79	10.70
2008/09	1847.305	9689.260	84462	2.19	11.47

Source:

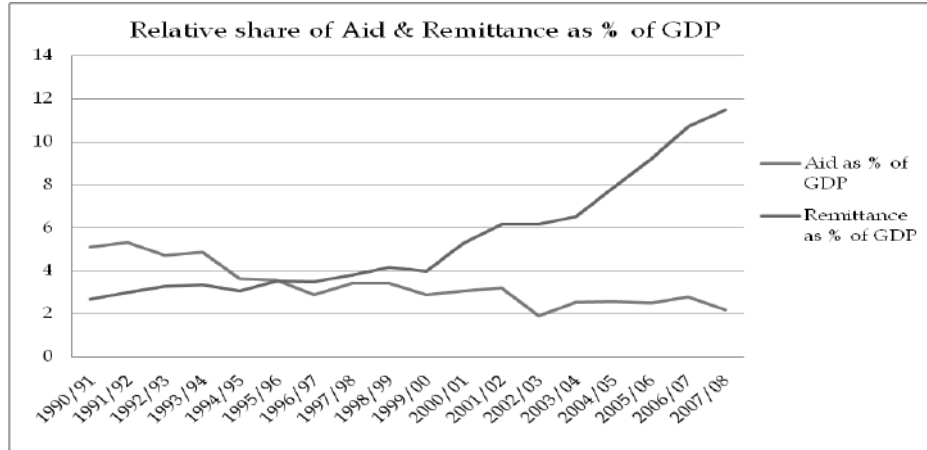
1. Aid flows are computed from the *Flow of External Resources by ERD*. (http://www.erd.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=263).
2. Remittance flows are computed from the Economic Data of *Bangladesh Bank* (<http://www.bangladeshbank.org.bd/econdata/wageremittance.php?txtPeriod=1#>).

International Organization for Migration (IOM) এর ২০০৫ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে দেশের জনসাধারণের একটি বিশাল অংশের দারিদ্র্য মুক্তির পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। (<http://www.iom.int/jahia/Jahia/bangladesh>)

৯০-র দশক থেকে বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের পরিমাণ বাড়তে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী ১৯৭৬-২০০৩ পর্যন্ত বাংলাদেশের রেমিট্যান্স উপার্জনের পরিমাণ ২২ বিলিয়ন ইউএস ডলার। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে এর ভূমিকা অপরিসীম। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বর্তমানে নীট রপ্তানি আয় ও দাতাকর্তৃক প্রদত্ত উন্নয়ন সহযোগিতাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

সারণী-৬ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে সাহায্যের শতাংশিক অবদান ছিলো ৫.১৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিলো ২.৭০ শতাংশ। ঐসময়ের পর থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ দ্রুত বাড়তে থাকে। দশ বছর পরে ২০০১/০২ অর্থবছরে

Figure 4



এটি পুরোপুরি উল্টে যায়। সাহায্যের পরিমাণ ৫.১৩ শতাংশ থেকে ৩.০৬ শতাংশে হ্রাস পায়। অন্যদিকে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ২.৭০ থেকে ৫.৩০ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০০৮/০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের মাত্র দুই শতাংশ ছিলো সাহায্যের পরিমাণ। অন্যদিকে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিলো সাহায্যের প্রায় ৬ গুণের কাছাকাছি, অর্থাৎ ১১.৮৭ শতাংশ। অতএব বৈদেশিক ঋণ সাহায্য এখন আর বাংলাদেশের জনগণের জীবন মরণ ইস্যু নয়। কিন্তু এটাকে এভাবে চিত্রায়িত করা হচ্ছে। কারণ এর মাঝে লুকিয়ে আছে সুদূরপ্রসারী লুণ্ঠনের জাল।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে নিম্নোক্ত উপায়ে

প্রথমত, এটি লেনদেন ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করছে;

দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে সমৃদ্ধ করছে; এবং

তৃতীয়ত, এটি ঋণ পরিশোধের চাপ কমিয়ে দিচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য হয়ে পড়েছে। এটি আমরা মোট দেশজ উৎপাদনে সাহায্যের ক্রমহ্রাসমান অংশ থেকেই দেখতে পাচ্ছি (চিত্র-৪)।

৪. উপসংহার

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্যের অবদান দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে দেশের জিডিপিতে সাহায্যের অবদান প্রায় ৩ শতাংশে এসে পৌঁছেছে। অথচ সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পেলেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সুতরাং বৈদেশিক সাহায্য এখন আর দেশের মানুষের জীবন-মরণ ইস্যু নয়। সাহায্যের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হলেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রায় সাড়ে পাঁচ বা ছয় শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে গত দুই দশকে তৈরি পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা, রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ ও উদ্যোক্তা শ্রেণীর সাফল্য এবং সর্বোপরি প্রবাসীদের কষ্টার্জিত রেমিট্যান্সের কারণে।

সাহায্য প্রদানের কার্যক্রম মানবিক কারণে শুরু হলেও ধীরে ধীরে তা দাতা দেশগুলোর স্বার্থ হাসিলের মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও শিল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে সাহায্যকে ব্যবহার করেছে। এই কারণে বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা হ্রাস এবং এর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্যের পুরো প্রক্রিয়াটি ছিলো দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানীককরণের একটি মাধ্যম, যার ফায়দাভোগী শ্রেণী প্রায় রাতারাতি আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়েছিলো। দুর্নীতির সবচেয়ে খারাপ মাধ্যমটি ছিলো খাদ্য সাহায্য। দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের দোহাই দিয়ে সাহায্য শিক্ষা, অতঃপর ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী আমলা, রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকারের কর্তব্যক্তি ও দলীয় কর্মীদের মধ্যে তা ভাগাভাগি- এই ছিল খাদ্য সাহায্যের গন্তব্য। বর্তমানে প্রকল্প সাহায্যও প্রায় একই পথে অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রকল্প সাহায্যের আশীর্বাদস্বরূপ একটি পেশাজীবী শ্রেণী গড়ে উঠেছে যা আয় বৈষম্য বৃদ্ধির পাশাপাশি অসুস্থ ও অপরিবর্তিত নগরায়নে গতি সঞ্চারণ করেছে।

দারিদ্র্যমুক্তির পাশাপাশি প্রকৃত অর্থে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন

Appendix 1:
Year-Wise Summary of Aid Commitments & Disbursements
(1971/72 – 2008/09)

(US\$ Million)

Total	Commitment		Total	Total Available	Disbursement				Total ^e	Disburse- ment as % of Available ^f	
	Grant Total (%)	Loan Total (%)			Grant Total (%)	Loan Total (%)	Grant Total (%)	Loan Total (%)			
512.72	83.94	98.09	16.06	610.80	610.80	245.17	90.54	25.63	9.46	270.80	44.3
483.70	55.07	394.71	44.93	878.41	1218.42	486.39	88.20	65.05	11.80	551.44	45.3
106.76	19.23	448.31	80.77	555.07	1222.04	218.56	47.39	242.68	52.61	461.24	37.7
345.22	27.25	921.47	72.75	1266.69	2027.49	374.84	41.60	526.21	58.40	901.05	44.4
380.55	39.69	578.33	60.31	958.88	2085.33	233.81	29.21	566.72	70.79	800.53	38.4
400.51	55.09	326.47	44.91	726.98	2011.78	255.50	47.78	279.21	52.22	534.71	26.6
433.20	37.74	714.68	62.26	1147.87	2624.94	392.87	47.11	440.99	52.89	833.86	31.8
936.01	53.18	824.23	46.82	1760.24	3551.32	501.84	48.72	528.21	51.28	1030.05	29.0
485.02	42.06	668.23	57.94	1153.26	3674.53	650.56	53.19	572.50	46.81	1223.06	33.3
550.00	35.27	1009.24	64.73	1559.24	4010.70	593.68	51.78	552.77	48.22	1146.45	28.6
805.56	41.89	1117.29	58.11	1922.85	4787.11	653.82	52.74	585.81	47.26	1239.63	25.9
836.63	54.95	685.91	45.05	1522.53	5070.01	587.50	49.90	589.88	50.10	1177.38	23.2
858.45	50.65	836.54	49.35	1694.99	5587.61	733.73	57.85	534.67	42.15	1268.40	22.7
875.00	44.17	1105.87	55.83	1980.87	5908.71	703.33	55.40	566.11	44.60	1269.45	21.5
873.59	55.58	787.85	44.42	1661.45	6731.32	545.59	41.78	760.34	58.22	1305.93	19.4
893.72	55.74	709.54	44.26	1603.26	6810.09	661.59	41.47	933.57	58.53	1595.16	23.4
880.85	57.58	648.93	42.42	1529.78	7098.55	823.78	50.22	816.60	49.78	1640.38	23.1
661.15	35.29	1212.32	64.71	1873.47	7016.97	672.96	40.33	995.52	59.67	1668.48	23.8
884.71	40.67	1290.36	59.33	2175.07	7576.04	765.88	42.32	1043.68	57.68	1809.56	23.9
485.06	35.40	885.28	64.60	1370.34	7149.85	831.46	47.99	901.11	52.01	1732.58	24.2
1140.43	59.53	775.18	40.47	1915.61	7101.47	817.25	50.71	794.22	49.29	1611.47	22.7
734.55	57.63	540.00	42.37	1274.55	7188.67	818.25	48.85	856.76	51.15	1675.01	23.3
463.85	19.24	1946.33	80.76	2410.18	7392.08	710.09	45.56	848.55	54.44	1558.64	21.1
860.91	53.40	751.31	46.60	1612.21	7338.53	890.12	51.18	848.97	48.82	1739.091	23.7
863.84	67.51	415.74	32.49	1279.58	7366.36	677.49	46.93	766.26	53.07	1443.75	19.6
842.25	50.70	818.87	49.30	1661.12	6369.58	736.07	49.69	745.16	50.31	1481.23	23.3
584.57	32.64	1206.15	67.36	1790.72	6411.08	502.84	40.18	748.53	59.82	1251.37	19.5
861.88	32.54	1786.64	67.46	2648.52	7506.82	669.35	43.58	866.71	56.42	1536.06	20.5
619.25	41.98	855.78	58.02	1475.03	7325.66	726.08	45.72	861.87	54.28	1587.95	21.7
937.73	45.68	1115.11	54.32	2052.84	7594.50	504.15	36.83	864.66	63.17	1368.80	18.0
401.77	45.72	476.98	54.28	878.74	6618.87	478.81	33.20	963.43	66.80	1442.23	21.8
383.30	22.65	1309.27	77.35	1692.57	7127.01	510.15	32.19	1074.88	67.81	1585.02	22.2
886.78	46.11	1036.30	53.89	1923.08	7653.11	338.45	32.75	694.98	67.25	1033.43	13.5
302.92	19.16	1277.79	80.84	1580.71	8214.29	244.23	16.41	1244.22	83.59	1488.45	18.1
628.38	35.16	1158.98	64.84	1787.36	8225.46	500.54	31.93	1067.09	68.07	1567.64	19.1
728.49	32.29	1527.64	67.71	2256.13	8728.68	590.17	36.19	1040.40	63.81	1630.58	18.7
961.88	33.84	1880.56	66.16	2842.44	10067.79	658.12	31.92	1403.40	68.08	2061.51	20.5
423.26	17.32	2021.06	82.68	2444.32	11013.29	657.81	35.61	1189.50	64.39	1847.31	16.8
5314.42	41.18	36163.32	58.82	61477.74	226016.87	21962.82	43.60	28406.85	56.40	50369.66	22.3

Appendix 2
Project Aid: Year-Wise Commitments & Disbursements
(1971/72 – 2008/09)

(US\$ Million)

Year	Commitment					Disbursement				
	Grant		Loan		Total	Grant		Loan		Total
	Total	(%)	Total	(%)		Total	(%)	Total	(%)	
1971/72	89.686	61.17	64.940	38.83	146.626	0.005	0.14	3.469	99.86	3.474
1972/73	49.183	15.49	268.338	84.51	317.521	25.530	31.92	54.454	68.08	79.984
1973/74	31.468	14.05	192.456	85.95	223.924	66.657	53.60	57.698	46.40	124.355
1974/75	42.928	10.99	347.587	89.01	390.515	65.703	45.93	77.332	54.07	143.035
1975/76	173.841	48.66	183.403	51.34	357.244	31.146	24.81	94.395	75.19	125.541
1976/77	152.488	54.52	127.204	45.48	279.692	52.934	33.38	105.650	66.62	158.584
1977/78	180.122	30.90	402.788	69.10	582.910	121.470	44.08	154.096	55.92	275.566
1978/79	320.634	37.49	534.510	62.51	855.144	135.271	36.72	233.107	63.28	368.378
1979/80	121.639	20.34	476.250	79.66	597.889	170.187	36.22	299.709	63.78	469.896
1980/81	192.922	19.26	808.571	80.74	1001.493	251.529	44.92	308.382	55.08	559.911
1981/82	357.944	30.10	831.349	69.90	1189.293	210.347	35.70	378.926	64.30	589.273
1982/83	320.196	40.03	479.606	59.97	799.802	121.931	25.95	347.997	74.05	469.928
1983/84	346.283	39.28	535.374	60.72	881.657	226.404	40.95	326.417	59.05	552.821
1984/85	341.389	25.35	1005.412	74.65	1346.801	214.925	36.37	375.968	63.63	590.893
1985/86	361.018	39.12	561.924	60.88	922.942	205.665	28.98	504.129	71.02	709.794
1986/87	578.612	62.07	353.620	37.93	932.232	260.158	26.90	707.070	73.10	967.228
1987/88	378.313	41.37	536.187	58.63	914.500	352.633	42.46	477.858	57.54	830.491
1988/89	316.023	28.34	799.087	71.66	1115.110	282.020	31.20	621.862	68.80	903.882
1989/90	546.363	35.28	1038.239	64.72	1584.602	442.704	37.90	722.664	62.01	1165.368
1990/91	196.744	22.09	693.860	77.91	890.604	316.690	29.99	739.227	70.01	1055.917
1991/92	729.643	65.50	384.278	34.50	1113.921	383.659	38.98	600.569	61.02	984.228
1992/93	325.288	41.14	435.408	58.86	790.696	489.484	41.41	692.439	58.59	1181.923
1993/94	262.798	13.40	1698.595	86.60	1961.393	407.752	41.21	581.783	58.79	989.535
1994/95	459.741	40.84	666.090	59.16	1125.831	525.786	41.44	743.132	58.56	1268.918
1995/96	571.333	58.09	412.270	41.91	983.603	357.027	33.17	719.345	66.83	1076.372
1996/97	536.805	39.68	815.997	60.32	1352.802	387.518	34.69	729.634	65.31	1117.152
1997/98	392.235	25.81	1127.679	74.19	1519.914	332.534	32.01	706.170	67.99	1038.704
1998/99	432.999	21.46	1584.253	78.54	2017.252	373.651	36.09	661.552	63.91	1035.203
1999/00	394.963	31.58	855.779	68.42	1250.742	303.973	26.14	858.853	73.86	1162.826
2000/01	470.066	29.65	1115.111	70.35	1585.177	308.827	27.23	825.498	72.77	1134.325
2001/02	207.101	30.27	476.975	69.73	684.076	287.848	23.00	963.428	77.00	1251.276
2002/03	251.495	16.11	1309.273	83.89	1560.768	287.198	21.09	1074.875	78.91	1362.073
2003/04	881.009	45.95	1036.302	54.05	1917.311	306.874	30.63	694.980	69.37	1001.854
2004/05	275.148	17.72	1277.790	82.28	1552.938	189.764	13.23	1244.218	86.77	1433.982
2005/06	613.894	34.63	1158.979	65.37	1772.873	403.315	27.43	1067.093	72.57	1470.408
2006/07	616.469	28.75	1527.635	71.25	2144.104	530.282	33.76	1040.404	66.24	1570.686
2007/08	869.572	31.62	1880.563	68.38	2750.135	547.142	28.05	1403.399	71.95	1950.541
2008/09	243.257	10.74	2021.060	89.26	2264.317	605.422	33.73	1189.500	66.27	1794.922
Total	13623.612	31.21	30024.742	68.79	43648.354	10581.965	32.10	22387.282	67.90	32969.247

অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহারে মনোযোগী হওয়া। অপার সম্ভাবনাময় কৃষিখাতে প্রযুক্তির ব্যবহার ও কৃষি খাতের সংস্কার, উন্নত, আধুনিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টিত আওতা সম্প্রসারণ, সর্বোপরি দুর্নীতির বিলোপ সাধন করা গেলে বাংলাদেশ অচিরেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন করতে পারবে।

References

1. Hawley, S, (2003), *Underwriting Bribery: Export Credit Agencies and Corruption*, The Corner House. Available at: <http://www.brettonwoodsproject.org/art-52007>.
2. International Organization for Migration report 2005. Available at: <http://www.iom.int/jahia/Jahia/bangladesh>
3. Islam, M, (2003), *Prantio Punjibadi Rashtro o Onunnayan Proshongo Bangladesh*, Papyrus, Dhaka.
4. Islam, M, (2006), *Punjibadi Bishwaion o Samprotik Bangladesh*, Sucheepatra, Dhaka.
5. Islam, M, (2009), *The Poverty Discourse and Participatory Action Research in Bangladesh*, Research Initiative, Bangladesh (RIB), Dhaka.
6. Khatun, F,(2009), *The Future of Foreign Aid*, Forum, A monthly Publication of Daily Star. Available at: <http://www.thedailystar.net/forum/2009/february/future.htm>
7. Lancaster, C (2007), *Foreign Aid: Diplomacy, Dependency, Domestic Politics*, University of Chicago Press Limited, Chicago.
8. Mostafa, Md. Golam, (2008), *Corruption in Distribution and Marketing of Natural Gas in Chittagong Region: A Case Study on Bakhrabad Gas Systems Limited*, Transparency International Bangladesh (TIB).
9. Quibria M.G and Shafi Ahmed (2008), *Aid Effectiveness in Bangladesh*. Bangladesh Institute of Development Studies.
10. Rahman, M. Ataur, *Thirty Years of Japan-Bangladesh Relations: Performance, Impact and Direction*, Keynote Speech.
11. Rahman, M, (2008), *Democracy in Crisis*, University Press Limited, Dhaka.
12. Sobhan, R, (1982), *The Crisis of External Dependence: The Political Economy of Foreign Aid to Bangladesh*, University Press limited, Dhaka.
13. Sobhan, R. et al. (2004), *Revisiting Foreign Aid: A Review of Bangladesh's Development 2003*, University Press Limited, Dhaka.
14. Todaro, M.P and Stephen C. Smith (2003), *Economic Development*, Pearson Education Inc. Singapore